# আলোচ্য বিষয় :
# অভাবের শ্রেণীবিভাগ বা প্রকারভেদ

## দর্শন অনার্স
## SEMESTER - I

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

অভাব প্রধানত দুই প্রকারের-অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব।

অন্যোন্যাভাব : বিশ্বনাথ অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

‘তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবাত্ত্বম’

অর্থাৎ, দুটি ভিন্ন বস্তুর তাদাত্ম্য সম্বন্ধের নিষেধ বা অভাব হল অন্যোন্যাভাব। যেমন - বাড়ি ও গাড়ি এই দুটি বস্তুর তাদাত্ম্য কখনোই সম্ভব না। কেননা, বাড়িতে গাড়িত্বের অভাব আছে এবং গাড়িতে বাড়িত্বের অভাব আছে। এই অভাব চিরকালীন। এই অভাবের শুরুও নেই শেষও নেই। অর্থাৎ এই অভাবের আদিও নেই, অন্তও নেই।

**সংসর্গাভাব :**

**একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর সংস্পর্শে যে অভাব তাই সংসর্গাভাব। যে অধিকরণে সংসর্গাভাব থাকে,সেখানে তার প্রতিযোগী থাকে না। যেমন-মাটিতে প্রতিমার অভাব। প্রতিমা তৈরি হয়ে গেলে আর বলা যাবে না মাটিতে প্রতিমার অভাব আছে।**

**অন্যোন্যাভাবের সঙ্গে সংসর্গাভাবের পার্থক্য হল - সংসর্গাভাবের ক্ষেত্রে কোনো সংস্পর্শ থাকে না, কিন্তু সংস্পর্শ হয়ে গেলে আর সেই অভাব থাকে না। কিন্তু অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন বস্তু কখনোই সংস্পর্শে আসে না**

সংসর্গাভাব আবার তিন রকম যথা :

প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব :

কোন বস্তুর সৃষ্টি হওয়ার আগে উপাদান কারণে সেই বস্তুটির যে অভাব তাই প্রাগভাব। যেমন- কাপড় উৎপন্ন হওয়ার আগে সুতোতে কাপড়ের যে অভাব সেই অভাব প্রাগভাব। কাপড় তৈরির আগে সুতোতে কাপড় কোনদিনই ছিল না তাই প্রাগভাব অনাদি, কিন্তু কাপড় তৈরি হয়ে গেলে সুতোতে আর কাপড়ের অভাব থাকে না তাই প্রাগভাবের অন্ত আছে, অন্নংভট্ট প্রাগভাবের লক্ষনে বলেছেন -'অনাদি: সান্ত: প্রাগভাব:'। প্রাগভাবের অন্ত আছে বলে, এটি অনিত্য। প্রাগভাবের সাহায্যে নৈয়ায়িকরা অসৎকার্যবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

## ধ্বংসাভাব :

কোন বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে,ধ্বংসাবশেষে সেই বস্তুর যে অভাব থাকে তাকে বলে ধ্বংসাভাব। যেমন-কাচের গ্লাস ভেঙ্গে গেলে কাঁচের টুকরো গুলোতে গ্লাসের যে অভাব তাই ধ্বংসাভাব। গ্লাসটি কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভেঙেছে, সুতরাং ধ্বংসাভাবের আরম্ভ আছে অর্থাৎ এটি আদি আছে কিন্তু যে গ্লাসটি ভেঙে গেছে তাকে পাওয়া আর সম্ভব নয়, তাই এর অন্ত নেই। ধ্বংসাভাবের দ্বারা ন্যায়-বৈশেষিকরা উৎপন্ন কার্যের ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করেছেন। তা না হলে উৎপত্তিশীল বস্তুকে ধ্বংসশীল বলা যেত না।

অত্যন্তাভাব :

কোন একটি বস্তুতে পৃথক একটি বস্তুর যে অভাব তাই অত্যন্তাভাব। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল অভাব যে দুটি বস্তুর মধ্যে থাকে তাদের মধ্যে অত্যন্তাভাব থাকে। যেমন- বায়ুতে রূপের অভাব। বায়ুতে স্পর্শ থাকে, রূপ থাকে না। এই অভাবের উৎপত্তিও নেই বিনাশও নেই। তাই এর আদি নেই, অন্তও নেই।

অন্যোন্যাভাবের সঙ্গে অত্যন্তাভাবের পার্থক্য হল – অন্যোন্যাভাবে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে প্রতিযোগীর নিষেধ থাকে আর অত্যন্তাভাবে  সংসর্গের অভাব থাকে।

# ধন্যবাদ